ইউনিট ৫ বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান

ভূমিকা

জাতীয় জীবনে ক্রীড়া বা খেলাধুলার গুরুত্ব অপরিসীম। খেলাধুলা স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনের অন্যতম একটি চাহিদা বা প্রক্রিয়া। খেলাধুলা জীবন গঠনে ও প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব সৃষ্টিতে বিশেষভাবে সাহায্য করে। জয়-পরাজয় খেলার মূখ্য উদ্দেশ্য নয়। জয়-পরাজয়ের পথ ধরে প্রতিযোগিতা সৃষ্টি এবং প্রতিযোগিতার ফলে খেলার মান উন্নয়ন এবং একে অপরকে জানার সুযোগ হয়। সুস্থ দেহে সুস্থ মন মানিসকতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতি বছর নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে আন্তঃ বিদ্যালয় বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা।

বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা বিদ্যালয়ের অলংকার স্বরূপ। প্রতি বছর একবার বছরের শুরুতে এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে। বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠান বলতে আমরা বার্ষিক এ্যাথলেটিক্স মটি অর্থাৎ দৌড়, ঝাঁপ ও নিক্ষেপ প্রতিযোগিতাকে বুঝি। সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়েই এই বাৎসরিক ক্রীড়ানুষ্ঠান করা সম্ভব হয় না। যে সকল বিদ্যালয়গুলো আর্থিকভাবে সচ্ছল, যেখানে মাঠ, খেলাধুলার শিক্ষক ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা আছে সে সব বিদ্যালয়গুলোতে বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলার সাথে সাথে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

পাঠের সুবিধার জন্য এ ইউনিটটিকে দুইটি পাঠে ভাগ করা হয়েছে।

পাঠ- ১: বিদ্যালয় ভিত্তিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

পাঠ- ২: আন্তঃ বিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

পাঠ ১ বিদ্যালয় ভিত্তিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বিদ্যালয়ের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা কি তা বলতে পারবেন এবং
- বিদ্যালয়ের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা পরিচালনার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে করণীয় বিষয়াবলী জানতে পারবেন।

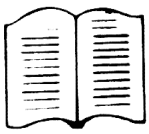

বিদ্যালয়ের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

বিদ্যালয়ের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা বলতে আমরা সাধারণ অর্থে বুঝি- খেলা-পড়ার পাশাপাশি সারা বৎসর বিদ্যালয়ে যে সকল খেলাধুলা হয়ে থাকে। তবে বিদ্যালয়ের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা বলতে বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতাকেই বুঝানো হয়। বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মধ্যে দৌড়, ঝাপ, নিক্ষেপ প্রভৃতি হয়ে থাকে। শহর ভিত্তিক যে সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাথে সংযুক্ত অর্থাৎ একই প্রশাসনের আওতায় পরিচালিত হয় যেখানে এক প্রকার ঢাকা-ঢোল পিটিয়ে ঘটা করে বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয়। বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা বিশেষ করে এ্যাথলেটিক্স আয়োজন করার বিভিন্ন মুখী কার্যাবলী ধারাবাহিকভাবে নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

ক্রীড়া কমিটি

প্রধান শিক্ষক ও ক্রীড়ামোদী ২ জন শিক্ষক, খেলাধুলায় উৎসাহী এমন একজন স্কুল পরিচালনা কমিটির সদস্য এবং স্থানীয় জনগনের মধ্যে থেকে ১ জন সদস্য নিয়ে ৫/৭ জনের একটি কমিটি করতে হবে। এ কমিটি প্রতিযোগিতার ফান্ড ও বাজেট তৈরী, স্থান ও সময় নির্ধারন, সাব-কমিটি গঠন ও প্রধান অতিথি মনোনয়ন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো করবে।

সাব কমিট

প্রতিযোগিতা সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য ক্রীড়া কমিটি প্রয়োজন বোধে বিভিন্ন প্রকার সাব-কমিটি বা উপ-কমিটি গঠন করে প্রতিযোগিতার যাবতীয় কাজ ভাগ করে দেবে। প্রতিটি সাব-কমিটিতে ৩-৭ জন সদস্য থাকলেই চলে। প্রতিযোগিতা বড় ধরনের হলে সাব-কমিটি বড় করে করার প্রয়োজন দেখা দেয়। প্রতিটি সাব-কমিটিতে একজন আহ্বায়কের দায়িত্ব পালন করবেন। সাধারণভাবে প্রয়োজনীয় উপ-কমিটিগুলোর তালিকা নিম্নে দেওয়া হলো:

- অর্ভ্যথনা কমিটি

- মাঠ তৈরী ও মাঠ সাজানো কমিটি
- আপীল কমিটি
- প্যান্ডেল ও আসন ব্যবস্থাপনা কমিটি
- খেলা পরিচালনার অফিসিয়াল নিয়োগ কমিটি
- স্বেচ্ছা সেবক ও শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটি
- দাওয়াত ও প্রচার কমিটি
- প্রোগ্রাম, দাওয়াতপত্র ছাপানো, দাওয়াতপত্র প্রেরণ ও অন্যান্য কাজ কমিটি
- পুরস্কার সংরক্ষণ ও সার্টিফিকেট লিখন কমিটি
- আপ্যায়ন কমিটি
- প্রাথমিক চিকিৎসা কমিটি
- ক্রীড়া সরঞ্জামের দায়িত্বে ভারপ্রাপ্ত কমিটি।

সব প্রতিযোগিতায় উপরি উক্ত সব কমিটির প্রয়োজন পড়ে না। প্রয়োজন মত উপরের তালিকা থেকে কমিটি গঠন করতে হবে এবং প্রতিযোগিতার ১৫/২০ দিন পূর্বে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিতে হবে।

ক্রীড়া প্রতিযোগিতা একজনের ব্যাপার নয়, অনেকের প্রচেষ্টা ও বহুমুখী কাজের সমন্বয়ে এ প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হয়। তাই এর যাবতীয় কাজ সময় মত শেষ করার উদ্দেশ্যে এই কাজকে তিনটি গ্রুপে ভাগ করা হয়।

- **প্রতিযোগিতা পূর্ব কাজ**

যে সকল কাজ প্রতিযোগিতা শুরু হওয়ার পূর্বে শেষ করতে হয় সেগুলোকে প্রতিযোগিতা পূর্ব কাজ বলে। যেমন- কর্মসূচি তৈরী, মাঠ ও প্যান্ডল তৈরী, পুরস্কার ক্রয়, অতিথি নির্বাচন ইত্যাদি।

- **প্রতিযোগিতা চলাকালীন কাজ**

যে সকল কাজ প্রতিযোগিতা চলার সময় করতে হয় সেগুলো প্রতিযোগিতা চলাকালীন কাজ। যেমন- অতিথিদের অভ্যর্থনা জানানো, মাঠের শৃঙ্খলা রক্ষা, ক্রীড়া পরিচালকদের দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়া, ক্রীড়া পরিচালনা করা।

- **প্রতিযোগিতা পরবর্তী কাজ**

প্রতিযোগিতা শেষ হওয়ার পর যে কাজগুলো করতে হয় সেগুলোকে প্রতিযোগিতা চলাকালীন কাজ বলে। যেমন- মাঠের সরঞ্জাম, প্যান্ডেলগুটিয়ে নেওয়া, অতিথিদের আপ্যায়ন করানো, খেলার ফলাফল প্রকাশ, পুরস্কার প্রদান, ধন্যবাদ জ্ঞাপন প্রভৃতি।

▪ শারীরিক শিক্ষার বার্ষিক কর্মসূচি

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচির অন্তর্ভক্ত শারীরিক শিক্ষার বিষয়গুলো অবশ্যই নিয়মিত ক্লাস রুটিনের ভিতরে সুন্নিবেশিত থাকবে। বছরে কখন কি ধরনের খেলাধুলা শিশুদের শেখানোয যুক্তিযুক্তি তার ধারণা নিচের ফর্দে দেওয়া হলো। অবশ্য স্থানীয় পারিপার্শ্বিক অবস্থান দেখিয়ে শিক্ষক এর পরিবর্তন করে নিতে পারেন।

বার্ষিক কর্মসূচি ফর্দ

সময় (মাস)	বিষয়	মন্তব্য
শীত ও শুদ্ধ মৌসুম (ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি	১। এ্যাথলেটিকস ২। ব্যাডমিন্টন ৩। ভলিবল ৪। ফুটবল ৫। ক্রিকেট ৬। হকি ৭। হ্যাণ্ডবল, বাস্কেট বল ৮। জিমন্যাস্টিকস, পি.টি ইত্যাদি	১। মৌসুম ভিত্তিক খেলাধুলার এ বিভাজন অবস্থা ও সুযোগ সুবিধার ভিত্তিতে পরিবর্তন করে নেওয়া যেতে পারে। ২। সাপ্তাহিক ও মাসিক রুটিন উল্লিখিত বিভাজন অনুযায়ী বিভিন্ন সময় করে নিতে হবে এবং বিভিন্ন বিষয়ের জন্য যে শতকরা হার দেওয়া আছে সেভাবে পিরিয়ড ও সংখ্যা রুটিনে রাখতে হবে। ৩। গ্রাম এলাকার প্রতি দৃষ্টি রেখে গ্রুপিং করা হয়েছে। শহর এলাকায় এর কিছু ব্যতিক্রম হওয়া খুবই স্বাভাবিক। ৪। যেহেতু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কোন ক্রীড়া বিশেষজ্ঞ নেই তাই যে শিক্ষক যে বিষয়ে আগ্রহী বা কিছু পূর্ব জ্ঞান আছে তাকে দিয়ে ক্লাস চালিয়ে নিতে হবে। ৫। শিক্ষার্থীর শেষবার আন্তরিক ইচ্ছা থাকলে শিক্ষক ও মড্যুল এবং প্রাথমিক স্তরের জন্য প্রণীত শারীরিক শিক্ষার শিক্ষক নির্দেশিকা বইয়ের সাহায্য নিতে অনেক অবদান রাখতে পারবেন।
গরম ও বৃষ্টির মৌসুম (মার্চ থেকে মে)	১। ফুটবল ২। বলিবল ৩। হ্যাণ্ডবল, বাস্কেট বল ৪। হকি ৫। ক্রিকেট ৬। জিমন্যাস্টিকস, পি.টি ইত্যাদি	
বৃষ্টি ও পানির মৌসুম (জুন থেকে আগস্ট)	১। সাঁতার ও অন্যান্য পানি ক্রীড়া ২। নৌকা বাইচ ৩। কাবাডি ৪। ফুটবল ৫। পি.টি, ড্রিল ইত্যাদি	
বৃষ্টি, ভিজা ও শীল আগমনের মৌসুম (সেপ্টেম্বর হতে নভেম্বর)		

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১

অ) সত্য মিথ্যা নির্ণয়

১. সাব কমিটিতে সর্বোচ্চ ৭ জন সদস্য থাকা ভাল।
২. খেলার যাবতীয় কাজ শেষ করার উদ্দেশ্যে ৫টি গ্রুপে ভাগ করা হয়।
৩. বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা বছরে ২ বার হয়।

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত সারা বছর ব্যাপী যে সকল খেলাধুলা শেখানো যায় তার তালিকা প্রস্তুত করুন।
২. আপনার বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজনের জন্য প্রয়োজনীয় কাজের তালিকা প্রস্তুত করুন।

সঠিক উত্তর

১। সত্য, ২। মিথ্যা, ৩। মিথ্যা।

পাঠ ২ আন্তবিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- আন্ত:বিদ্যালয় ক্রীড়া কি সেটা বলতে পারবেন এবং
- মাধ্যমিক পর্যায়ের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সম্বন্ধেও ধারণা লাভ করতে পারবেন।

আন্ত:বিদ্যালয় ক্রীড়া

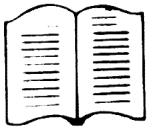

আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে নিয়মিত আন্ত:বিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজন করা সম্ভব হয় না বা আয়োজন করার মত তেমন কোন সংস্থা না সংগঠন গড়ে উঠেনি। মাঝে মাঝে থানাগুলোতে পার্শ্ববতী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো নিয়ে ছোট ছোট প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। মাধ্যমিক পর্যায়ে ৮টি খেলা বছরে ২ বার জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতা হয়। একটা গ্রীষ্মকালীন বা বর্ষাকালীন অন্যটা শীতকালীন। এই প্রতিযোগিতা থানা পর্যায় থেকে হয়ে জাতীয় পর্যায়ে গিয়ে শেষ হয়। থানা থেকে পর্যায়ক্রমে জাতীয় পর্যায়ে নিম্নলিখিতভাবে শেষ হয়। থানা-জেলা-উপঅঞ্চল-অঞ্চল-জাতীয়। শহরের যে সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাথে সংযুক্ত শুধুমাত্র সে সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়েল ছাত্ররা এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারে।

বিগত কয়েক বছর যাবৎ বাংলাদেশ শিশু একাডেমী বিভিন্ন সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক বিষয়ের সাথে সাথে খেলাধুলার কয়েকটি বিষয় নিয়ে শিশুদের মধ্যে দেশব্যাপী প্রতিযোগিতার আয়োজন করছে। এ প্রতিযোগিতা থানা পর্যায় থেকে শুরু করে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত হয়ে থাকে। ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের মধ্যে শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, আবেগিক ও নৈতিক দায়িত্ববোধ জাগ্রত হয়। সে কারণে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে খেলাধুলার আগ্রহ জাগাতে এবং ক্রীড়ার মান বাড়াতে নিয়মিত প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। এ সকল কারণে সরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি ইউনিয়ন পর্যায় থেকে সকলের সহযোগিতার মাধ্যমে প্রতি বৎসর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা উচিৎ।

স্কুলে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং আন্ত:বিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উপর কোন দেশের ক্রীড়ার মান নির্ভর করে। এ জন্য কর্তৃপক্ষকে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে স্কুলে সারা বৎসর বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হয় এবং বিভিন্ন স্তরে থানা থেকে জাতীয় পর্যন্ত বিভিন্ন খেলার ব্যবস্থা থাকে প্রয়োজনীয় বাজেট থাকে, উপযুক্ত মাঠ ও ক্রীড়া শিক্ষক থাকে। একদিকে শারীরিক শিক্ষার মাধ্যমে যেমন শিশুর চরিত্র গঠন হয় ঠিক তেমনি আন্ত:বিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দেশের ও জাতীয় ক্রীড়াঙ্গনে ভবিষ্যৎ ক্রীড়াবিদদের তৈরি করার সুতিকাগারের সুব্যবস্থা না থাকলে আন্তর্জাতিক ক্রীড়া ক্ষেত্রে জাতীয় মর্যাদা রক্ষা করা দুরূহ ব্যাপার হবে। তাই সরকারী কর্তৃপক্ষকে আন্ত:বিদ্যালয় ক্রীড়াকে জোরদার সুষ্ঠু ও প্রাণবন্ত করত সব ধরনের সাহায্য সহযোগিতা দেয়া বাঞ্ছনীয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ: আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে এক (ক) বৃত্তায়িত করুন)।

১. প্রাথমিক পর্যায়ের শিশুদের জন্য জাতীয় পর্যায়ের খেলা কোন সংগঠন আয়োজন করে?
   ক. বাংলা একাডেমী
   খ. শিশু একাডেমী
   গ. প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
   ঘ. থানা শিক্ষা অফিস।

২. মাধ্যমিক স্তরের শিশুদের জাতীয় পর্যায়ের খেলাধুলা কোন স্তর থেকে শুরু হয়?
   ক. থানা
   খ. জেলা
   গ. মহানগর
   ঘ. বিভাগ।

সঠিক উত্তর

১। খ, ২। ক।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ: আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে এক (ক) বৃত্তায়িত করুন)।

১. বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সদস্য সচিব কে থাকেন?
   ক. প্রধান শিক্ষক
   খ. সহকারী প্রধান শিক্ষক
   গ. সিনিয়র শিক্ষক
   ঘ. ক্রীড়া শিক্ষক।

২. প্রতিযোগিতা পূর্ব কাজ কোনটি?
   ক. মাঠ ও পেণ্ডেল তৈরি
   খ. অতিথি আপ্যায়ন
   গ. পুরস্কার প্রদান
   ঘ. ধন্যবাদ জ্ঞাপন

৩. আন্ত:স্কুল ও মাদ্রাসা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা বছরে কতবার অনুষ্ঠিত হয়?
   ক. ১ বার
   খ. ২ বার
   গ. ৩ বার
   ঘ. ৪ বার।

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. প্রতিযোগিতা চলাকালীন কাজগুলো লিখুন।
২. ক্রীড়া পরিচালনার যে কোন একটি কমিটির বর্ণনা দিন।

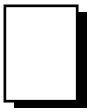

সঠিক উত্তর

অ) ১। ঘ, ২। ক, ৩। খ।